# আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

# বজ্রপাতে করণীয়

বাংলাদেশের প্রকৃতিতে সবচেয়ে দুযোর্গপূর্ণ সময় হল মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস। সাধারণত এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বজ্রঝড় হয়ে থাকে। প্রতিবছর কালবৈশাখী ঝড়ে বাংলাদেশে বজ্রপাতে অনেক মানুষ মারা যায়। তবে একটু সচেতন হলেই বজ্রপাতের হাত থেকে আপনি প্রাণে বাঁচতে পারেন। এক্ষেত্রে বজ্রপাতের সময় আমাদের করণীয় বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল।

| বজ্রপাতে যে সব স্থানে বেশি মৃত্যু হয়: |
|---|
| ৫৪% খোলা মাঠে, বল পার্কে, গলফ কোর্সে। |
| ২৩% গাছের নিচে। |
| ১২% সী-বিচ এবং নৌকা বা-জাহাজে। |
| ৭% কৃষি জমিতে যন্ত্রপাতি পরিচালনার সময়। |
| ৪% অন্যান্য: খোলা জানালার কাছে, সাইকেল চালানোর সময় ইত্যাদি। |

**জনসচেতনতায়**

**হেলথ্, সেফটি এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডিভিশন**

**এপিএসসিএল।**

১

বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।

২

প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

৩

খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকালালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান।

৪

কোন বাড়ীতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান।

৫

বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মত করেই চিকিৎসা করতে হবে। জরুরী প্রয়োজনে প্ল্যান্ট মেডিকেল সেন্টার (৩০৩০), পুলিশ, এম্বুলেন্স ও ফায়ারসার্ভিস সেবা পেতে ৯৯৯-এ কল করুন।

৬

খোলা জায়গায় কোন বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। গাছের গায়ে লাগা যাবে না। গাছ থেকে ৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।

৭

ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচে খুঁটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

৮

ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

**বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**

- বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- জাতীয় বিল্ডিং কোডে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৯

এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়, এ সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে জরুরী প্রয়োজন না হলে যথাসম্ভব ঘরে অবস্থান করুন।

১০

ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে অতি জরুরী প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন। কারণ বজ্রপাতের সময় চামড়ার ভেজা জুতা বা খালি পায়ে থাকা খুবই বিপদজনক।

১১

বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না।

১২

বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

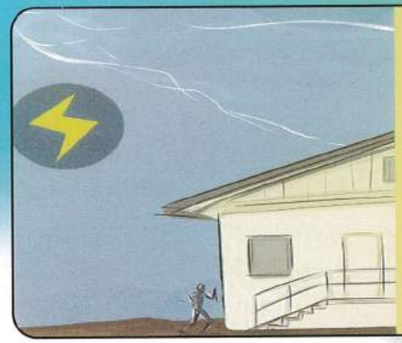

১৩

বজ্রপাতের সময় যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

১৪

উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

১৫

কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন। বজ্রপাতের সময় পুকুরে গোসল করবেন না।

১৬

বজ্রপাতের সময় গাড়ী বা ট্রেনের ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ী বা ট্রেনের ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। প্রচন্ড বজ্রপাতের সময় সম্ভব হলে গাড়ীটিকে নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

১৭

বজ্রপাতের সময় বাড়ীতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন। টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি বন্ধ করা থাকলেও স্পর্শ করা ঠিক হবে না।

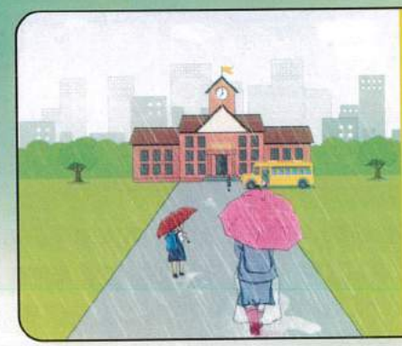

১৮

বজ্রপাতের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন। ছাতার ধাতব অংশে হাত বা শরীর লাগাবেন না।

১৯

বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।

২০

বজ্রপাতের সময় খোলা আকাশের নিচে মাছ ধরা বন্ধ রাখুন।